প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **পটুয়াখালী**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৭ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**কাছিছিড়া জামে মসজিদ**		**পটুয়াখালী সদর** ইউনিয়ন: ইটবাড়িয়া গ্রাম: কাছিছিড়া	২২°২৩'১৩.০" উ. ৯০°১৭'১১.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৫)	একগম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এ মসজিদের চারকোণে ৪ টি মিনার (turret) রয়েছে। এ মসজিদটির বাহিরের দেয়াল জুড়ে বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা দিয়ে সজ্জিত। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৮ কিংবা ১৯ শতকে জনৈক দেওয়ান হেতাতুল্লাহ বিশ্বাস এ মসজিদটি নির্মাণ করেন ।
২.	**সিকদার বাড়ী জামে মসজিদ**		পটুয়াখালী সদর ইউনিয়ন: কমলাপুর গ্রাম: উত্তর ধরান্দি	২২°২০'১৬.৯" উ. ৯০°২৫'১৯.৯" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন - শা:-৬/প্রত্ন:অধি:-৯/৯৯ ০৩ মে, ২০০০	আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত শিকদার বাড়ী জামে মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৩.৬ মিটার ও প্রস্থ ২.৭ মিটার। মসজিদে ৩টি গম্বুজ ও চারকোণে ৪টি মিনার (turret) রয়েছে। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে ৩ টি প্রবেশপথ, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১ টি করে জানালা। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালের মাঝ বরাবর ১ টি মিহরাব রয়েছে ও এ মিহরাবের উভয় পাশে ১ টি করে কুলঙ্গি রয়েছে। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৯ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত মুসলিম স্থাপত্যিক নিদর্শন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.	**শ্রীরামপুর মসজিদ**		দুমকী ইউনিয়ন: শ্রীরামপুর গ্রাম: কালিকাপুর	২২°২৫'২০.৮" উ. ৯০°২২'২২.৯"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ জুন, ১৯৮১ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫)	বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদটির চারকোণে ৪টি মিনার (turret) এবং সামনের বাহিরের দেওয়ালে কুলঙ্গি নকশা দিয়ে সজ্জিত রয়েছে। একগম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটির উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে ১টি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলানবিশিষ্ট প্রবেশ রয়েছে। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ১৯ শতকের ১ম কিংবা ২য় দশকে কালে খাঁ নামক একজন ব্যক্তি এ মসজিদটি নির্মাণ করেন।
৪.	**দোচালা সমাধি সৌধ**		**দুমকী** ইউনিয়ন: শ্রীরামপুর গ্রাম: কালিকাপুর	২২°২৫'২০.৮" উ. ৯০°২২'২৬.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ জুন, ১৯৮১ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫)	শ্রীরামপুরের মিঞা বাড়িতে এ সমাধি সৌধটি অবস্থিত। বাঙ্গালি ঐতিহ্যের দো-চালাবিশিষ্ট জোড়বাংলা ঘরের আদলে এ সমাধি সৌধটি নির্মিত। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে জনৈক কালে খাঁ এবং তাঁর স্ত্রী জুলেখাকে এ সমাধিতে সমাহিত করা হয়।
৫.	**প্রাচীন পুল**		**দুমকী** ইউনিয়ন: শ্রীরামপুর গ্রাম: কালিকাপুর	২২°২৫'১৬.১" উ. ৯০°২২'১৩.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ জুন, ১৯৮১ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫)	জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ১৯ শতকের ১ম দশকে কালে খাঁর নাতি বুরহাম খাঁ নামক একজন ব্যক্তি এ পুলটি নির্মাণ করেন। এ প্রাচীন স্থাপত্যিক নিদর্শনটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। পুলটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এর স্পান দুটি অর্ধ বৃত্তাকার খিলান আকৃতির। শ্রীরামপুরের এ প্রাচীন পুলটি পাতলা ইট ও চুন-সুরকি দিয়ে নির্মাণ করা হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	**মসজিদ বাড়িয়া মসজিদ**	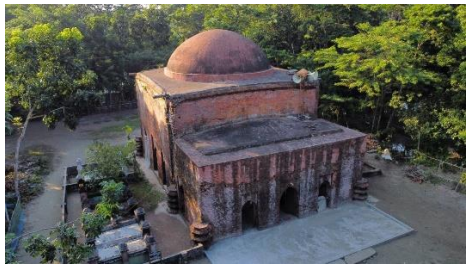	**মির্জাগঞ্জ** ইউনিয়ন: মসজিদবাড়িয়া গ্রাম: মসজিদবাড়িয়া	২২°১৪'৫৯.০" উ. ৯০°১১'৪৩.৮" পূ.	*Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District - wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 22)*	প্রায় ২ মিটার পুরু দেয়াল বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। আয়তকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি আটকোণা বুরুজ সংযুক্ত ও খানজাহানীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। এ মসজিদটিকে পটুয়াখালী জেলার প্রাচীনতম মুসলিম স্থাপত্য কীর্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, সুলতান রুকুন উদ্দীন বরবক শাহের রাজত্বকালে মুয়জ্জেম ওজাইল খান ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন।
৭.	**আমিরুল্লাহ মুন্সিবাড়ি জামে মসজিদ**		**দশমিনা** গ্রাম: আদমপুর	২২°২০'১৬.৮" উ. ৯০°৩২'০৪.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ আগস্ট, ২০০৬ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৭)	আদমপুর গ্রামে অবস্থিত প্রায় ৭.৫ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়। প্রায় ১ মিটার পুরু দেয়ালবিশিষ্ট এ মসজিদে একটি গম্বুজ ও চারকোণে ৪টি মিনার (turret) রয়েছে। বাহিরের দেয়াল জুড়ে বিভিন্ন নকশা দিয়ে সজ্জিত এ মসজিদটির দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ ও অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে ১টি মিহরাব রয়েছে। এটি খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে নির্মিত একটি মুসলিম স্থাপত্য।